R. N. No. 2532/57 Phone No RGG. 112 Regd. No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি. কে. সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে
গোপালনগরের খড়খড়ি
ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্ণিচার
★ সোফাসেট, আলমারী,
'কারলন' গদি, ষ্টিল ও
অ্যালুমিনিয়ামের নানা
ডিজাইনের ফার্ণিচার ★

৮০শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১লা ভাদ্র বুধবার, ১৪০০ সাল ১৮ই আগষ্ট, ১৯৯৩ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

জনগণের অর্থ নয়ছয়ের নিদর্শন : গনকর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ জনগণের অর্থ নিয়ে সরকার কিভাবে অসদ্ব্যবহার করছেন তার নিদর্শন খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না, ঘরের কাছেই তার প্রমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র—গনকর। এটি রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত। গনকর স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রথম বামফ্রন্টের আমলে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্যের দ্বারা উদ্বোধন হয়েছিল। গনকর গ্রামের সদাশয় ৺শিশিরকুমার ব্যানার্জী ৬ বিঘা জমি দান করেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণে গ্রামের মানুষের উপকারে। ১ জন ট্রেন্ড নার্স, ১ জন সিষ্টার, ১ জন কম্পাউন্ডার, ১ জন এ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পাউন্ডার, ১ জন বয়, ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা ঝাড়ুদার এবং ১ জন জি ডি এ এই আটজন (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

নিখোঁজ ২ কিশোরীর ১ জনের রহস্যজনক মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ৯ আগষ্ট ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনীর দুই কিশোরী কাকলী দাস (১৭) ও কল্পনা যাদব ওরফে ঝুলা যাদব (১৪) রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়। তিনদিন পরে দু'জনেরই খোঁজ পান কাকলীর দাদা। জানা যায় তারা কাকলীদের কলকাতার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আছে। সংবাদ পেয়ে কল্পনার বাবা ও কাকলীর দাদা কলকাতা গিয়ে তাদের ফরাক্কায় নিয়ে আসার জন্য মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার ধরেন। কিন্তু কাটোয়া এসে ট্রেনটি পৌঁছালে সেখানে কল্পনাকে পাওয়া যায় না। জি আর পি তে জানান হলে অনুসন্ধান শুরু হয় এবং কাটোয়া ষ্টেশনের কিছুটা দূরে কল্পনার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহ ফরাক্কায় আনা হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ রহস্য এখনও উদ্ধার করা যায়নি। ব্যাপারটি ফরাক্কা ব্যারেজ কলোনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ালা স্কুলের ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পেল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৪৬ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়। তার মধ্যে ১ জন ষ্টারসহ ১৭ জন ১ম বিভাগে, ৫২ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৫৮ জন পাশ বা ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ষ্টার পেয়েছে স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক অজিত মুখার্জীর কন্যা অনন্যা মুখার্জী। কমপার্টমেন্টাল পেয়েছে সব বিষয় মিলিয়ে ১০৪ জন। তার মধ্যে ইংরাজীতেই বেশী। ১৫ জন অকৃতকার্য হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মোট পরীক্ষার্থী ৫৪ জন। তার মধ্যে ২য় বিভাগে ১২, ৩য় বিভাগে ১১, কমপার্টমেন্টাল ৩০ এবং ফেল ১ জন। অধিকাংশই ইংরাজীতে কমপার্টমেন্টাল পেয়েছে। বাড়ালা হাই স্কুল ফলাফলের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থানে রয়েছে মহকুমায়। এই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ৩টি বিষয়ে লেটার নিয়ে সর্বমোট ৮৫২ নম্বর পেয়েছে। মোট ১৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৪, ২য় বিভাগে ৩২, ৩য় বিভাগে ৬৭, কমপার্টমেন্টালে ৫২ এবং ফেল ১০ জন। বাড়ালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহঃ সোহরাব জানান তাঁরা আশা করছেন রামকৃষ্ণ জেলায় প্রথম হবে।

খুনের আসামী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ধরা পড়ল

জঙ্গিপুর ঃ খুনের আসামী রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকের বড়শিমুল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আলি হোসেন ধরা পড়ল। উল্লেখ্য, পাঁচ ঘোষ অপহরণ এবং খুনের মামলায় সি পি এমের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আলি হোসেন জড়িত বলে জানা যায়। রঘুনাথগঞ্জ-২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি নির্বাচন ছিল গত ১০ আগষ্ট। ঐ পঞ্চায়েত সমিতিতে 'টাই' হয় এবং লটারীতে সি পি এম জয়লাভ করে। ঐ নির্বাচন শেষ হওয়ার পরেই পুলিশ ওখান থেকে আলি হোসেনকে গ্রেপ্তার করে।

স্বখাত সলিলে

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকার বিরোধে শেষ পর্যন্ত কমিটির সদস্যরা পদত্যাগ করেন গত ৫ আগষ্ট। তার ফলে শিক্ষিকা ও দপ্তরীদের বেতন পাওয়া নিয়ে ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা জানান—শিক্ষিকারা তাঁর কাছে বেতনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের দাবী জানালে তিনি তাঁদের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তাঁর (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ছাত্র গ্রেপ্তার

ফরাক্কা ঃ গত ৯ আগষ্ট স্থানীয় থানার পুলিশ অর্জুনপুর স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র সুজিত ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে একটি খালি টচের মধ্যে বোমার মশলা পুরে সি পি এম সমর্থক মামলোত সেখ ওরফে বুড়ুয়াকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে বিস্ফোরণে বুড়ুয়া সামান্য জখম হয়। তাকে অর্জুনপুর হাসপাতালে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৪০০ সাল।

প্রাসঙ্গিক

গত রবিবার গিয়াছে ১৫ই আগষ্ট—ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দেশের সর্বত্র এই দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত অবশ্যই হইয়াছে। পূর্বদিন রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ শ্রুত হইয়াছে। পরের দিন লালকেল্লায় জাতীয় পতকা উত্তোলন করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে রাজ্যে রাজ্যে সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে যথোচিত মর্যাদা সহকারে স্বাধীনতা দিবসের নানা অনুষ্ঠান হইয়াছে। রক্তদান, হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টান্ন বিতরণ, কোথাও বা সংহতি পদযাত্রা ইত্যাদি ইহার আঙ্গিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ভারত ভূ-খণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। অথচ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য যাঁহারা ছিলেন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ --যাঁহারা হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকে পুষ্পমাল্য-জ্ঞানে বরণ করিয়াছিলেন—যাঁহারা বিদেশী শাসকের বুলেট-বেয়নেট নির্দ্বিধায় বুক পাতিয়া লইয়াছেন—যাঁহারা অন্ধকারার মধ্যে জীবনীশক্তিহীন অভিশপ্ত জীবনকে শ্রেয় ও প্রেয় জ্ঞান করেন—ভারতমাতৃকার যে নয়নমণি আত্মসার্থসুখে জলাঞ্জলি দিয়া আজিও পৃথিবীর বিস্ময় ও সাধারণ ভারতবাসীর হৃদয়ের সম্পদ, তাঁহারা কেহই এই অঙ্গচ্ছিন্না মাতৃ-ভূমির আধুনিক রূপ কল্পনাও করেন নাই। বিদেশী শাসকের কূটচক্রান্তের শিকার হইয়া অঙ্গচ্ছেদ মানিয়া লইয়াছি আমরাই।

রক্তের মূল্যেই স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস তাহাই বলে। ১৯৪৬ সালে দেশের মানুষ যে রক্ত দিয়াছেন, তাহা হিংসা-দ্বেষের আত্মকলহের এক বেদনা-দায়ক পরিণাম। একই দেশমাতার সন্তান আমরা নিজেদের ভিন্ন ভাবিয়া পথ চলিতে চাহিয়াছিলাম। ইহাতে ইন্ধন জোগাইল কূটচক্রীর দল তথা শাসক ব্রিটিশকুল। দেশ বিভাগ অনিবার্য হইয়া পড়িল। ভারতীয় জাতীয়ত্ব ও দৃঢ় সংহতির উপর পড়িল প্রথম আঘাত। এক বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক জিগিরে দেশের মধ্যে বহিল রক্তস্রোত এবং তাহার পর দেশ বিভাজন—দুই রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ।

কিন্তু যে ভেদবুদ্ধিরূপ বিশাল শিলায় এক জাতীয় স্রোত দ্বিধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, সে দুইটি ধারাই কি এখন স্বচ্ছন্দগতি লাভ করিয়াছে ? ইহার উত্তর—করে নাই। তাই অতীতের ভুল বা পাপের মাশুল এখন উভয় রাষ্ট্রকেই দিতে হইতেছে। উভয় রাষ্ট্রই অশান্তির আগুন পোহাইতেছে।

ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদ, হানাহানি প্রভৃতি দেশের অগ্রগতিকে নানাভাবে ব্যাহত করিতেছে। তদুপরি বিভিন্ন সময়ে নানা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপ। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল, তাহার সম্যক কারণ অদ্যাপি নির্ধারিত হইল না। যে ধরনের তদন্ত দুইটি শহরে বিস্ফোরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিত, তাহা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অনিচ্ছায় নাকি হইতেছে না। কারণ অজ্ঞাত। জনৈক রাষ্ট্রপ্রধানকে নাকি এক কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ইহা পৃথিবীময় রাষ্ট্র হইলেও তাহার পূর্ণ প্রকাশ জানা যায় নাই। দেশের রাজনৈতিক দল-গুলি বনাম পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সংঘর্ষ আপাত বন্ধ রহিলেও শেষোক্ত জনের সাংবিধানিক ক্ষমতার পরিধি এখনও নাকি মীমাংসার অপেক্ষায় রহিয়াছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পক্ষপাতহীন করা ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত রায় দানের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা লওয়া হইতেছিল, তাহা নাকি কেন্দ্রের বা রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির মনঃপূত হইতেছে না।

স্বাধীনতা '৪৭

সৌমিত্র সিংহ রায়

তা ধিনা ধিন্ ধিন্
আমরা তো ভাই স্বাধীন
অনুষ্ঠানে মালা পরাই
চোর-জোচ্চোর গলায় গলায়
দেশের দুঃখে বুক ফেটে যায়
তাই, স্কচ্ হুইস্কী চাই
আমাদের, আজকে ছুটির দিন।
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় !
ব্যাঙ্ক-লোপাটের স্বাধীনতা, ভেজাল দেবার
স্বাধীনতা, কালোবাজারের স্বাধীনতা,
ঘুষ নেবার স্বাধীনতা, কাজ না করে
মাইনে নেবার স্বাধীনতা, বছর বছর
ভোট দেবার স্বাধীনতা, মন্ত্রী—নেতার
দুর্নীতির স্বাধীনতা—হীনতায়
বাঁচা বড় দায় !

স্বাধীনতা—তুমি কি কেবলই ফাঁকি !
শুধু ধনীদের বিলাস
তবে তোমার নেই দরকার
দেশজুড়ে হাহাকার
আমাদের এখন চাই স্বাধীনতা
তোমাকে খুন করবার ॥

জেলায় সেরা পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি ও জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত জেলার মধ্যে সেরা কাজ করায় ১৯৯১-৯২ বছরে পুরস্কৃত হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি ১ লক্ষ এবং জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত ১ লক্ষ টাকা পাচ্ছে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন অজয় মহান্ত এবং জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরেশচন্দ্র সরকার। শ্রীসরকারের প্রধান থাকাকালীনই ১৯৯১-৯২ বর্ষে এই পঞ্চায়েত দশ হাজার টাকা পুরস্কার পায়। এ বছরের নির্বাচনেও পরেশ সরকার প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।

এম সি পি আই এর জেলা সম্মেলন

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় পটলবাবুর মাঠে গত ৯ আগষ্ট এম সি পি আই এর মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যে রাজ্য সম্পাদক সুধীর ভট্টাচার্য, পরিচয় দাশগুপ্ত, প্রাক্তন বিধায়ক জেরাত আলি উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন। এঁরা 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের উপরে বক্তব্য রাখেন। সভা শেষে সি জে প্যাটেল মোড়ে এক সভায় ১৯৪২ এর ভারত ছাড় আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়। এ ছাড়া পরিচয় দাশগুপ্ত বলেন—বামফ্রন্টের অন্যতম সরিক সি পি এম আর বিপ্লবী দল নয় তারা শোধন-বাদী হয়ে গেছেন। তাঁদের শাসনে পঃ বঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে।

শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে

মির্জাপুর ঃ গত ১৭ ও ১৮ শ্রাবণ রাখীপূর্ণিমা উদযাপন করেন স্থানীয় শিবরাম স্মৃতি পাঠা-গারের সদস্যবৃন্দ। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে নগর পরিক্রমা করেন ও সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি রক্ষার শপথ নেন। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে তাঁরা রাখী বেঁধে দেন। ২৩ শ্রাবণ এই পাঠাগারের উদ্যোগে জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব স্থানীয় জৈন ধর্মশালায় একটি রক্তের গ্রুপ চিহ্নিতকরণ শিবির স্থাপন করেন। এই শিবিরে ১০৮ জন পুরুষ ও মহিলার রক্তের গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়।

অনার্স পার্ট টুর ফল ভাল

জঙ্গিপুর ঃ স্থানীয় কলেজে পার্ট টু অনার্সের ফল দীর্ঘ কয়েক বছরের ফলকে পার হয়ে গিয়েছে। এ বছর পলিটিক্যাল সায়েন্সে ৯ জনের মধ্যে ৯ জনই অনার্স পেয়েছেন। বাংলায় ১৮ জনে—১৩ জন, ইতিহাসে ১৬ জনে—১০ জন, অঙ্কে ৪ জনে—২ জন এবং ফিজিক্সে—৮ জনের মধ্যে ৬ জন অনার্স পেয়েছেন। পলিটিক্যাল সায়েন্সে সুভাষ সিংহ রায় কলেজের ৫টি অনার্স বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছেন বলে কলেজ সূত্রে জানা যায়।

পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে
পালা বদলের পালা সাঙ্গ

সাগরদীঘি, ১১ আগষ্ট : প্রাক্ পঞ্চায়েত নির্বাচন সমীক্ষায় আমরা ২৬ মে সংখ্যায় ভোটারদের মনের যে কথা বলে শেষ করেছিলাম, আজ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনে চূড়ান্ত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই কথা দিয়েই শুরু করছি। এবারের নির্বাচনে সাগরদীঘির ভোটাররা পরিবর্তন চেয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা বলেছিলেন, "ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার নিরূপণের জন্যই এবার অন্ততঃ হারা উচিৎ।" হেরেছেন, তাঁরা একেবারে গো-হারা হেরেছেন। ভোটাররা তাঁদেরকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। গণতন্ত্র কাকে বলে সাগরদীঘির ভোটাররা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

৩০ মে পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হওয়ার পর শেষ রাত্রি থেকে ঘোষিত ফলাফলে একে একে ক্ষমতাসীনরা পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল গ্রামের মানুষের উল্লাস। ৩১ মে সকাল থেকে গ্রামে গ্রামে সে কী আনন্দ! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সি পি এমের ছত্রছায়ায় ক্ষমতা মদে মত্ত দাম্ভিক বানভাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা ব্যালট বাক্সে পরিবর্তন ঘটিয়ে সেদিন পনের বছরের অপশাসন থেকে মুক্তির আনন্দে মশগুল হয়ে যেন আরও একটি স্বাধীনতা উৎসব উদ্‌যাপন করছিলেন। সেদিনই পরিবর্তনের অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রধান নির্বাচনের সময় একে একে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ব্লকের এগারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতে কংগ্রেস এবং তিনটিতে সি পি এম নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। বাকী তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল অনিশ্চিত। সি পি এম চেষ্টা শুরু করে ভিন্ দলের সদস্য কেনার, কিন্তু ব্যর্থ হয়। উপরন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত মোড়গ্রাম তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে তারা কিছুদিন আগে সাগরদীঘি গার্লস হাই স্কুলে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যানেজিং কমিটিকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসে, সেভাবে। পালা বদলের পালা শুরু হয় গত মাসে পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচনের দিনগুলিতে। ফলাফল ঘোষণায় দেখা যায় এগারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে কংগ্রেস নয় এবং সি পি এম মাত্র দুই। সাগরদীঘি আর বারালা গ্রাম পঞ্চায়েত বাদে বাকী সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সি পি এমের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। গিয়াসুদ্দিন মির্জা বা পরেশ দাসের পক্ষে জনরোষ ঠেকানো সম্ভব হয়নি, সম্ভব ছিলও না। উপরন্তু এম এল এ পরেশ দাসকেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল দেখে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

ক্ষমতা দখলের খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতে। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির বহু বিতর্কিত সেই বিদায়ী সভাপতি (দুর্ব্যবহার এবং দাম্ভিকতায় দলবিরোধী কাজে যাঁর তুলনা নাই) নিত্যসন্তোষ চৌধুরী, যিনি নিত্য অসন্তোষ প্রকাশ করতেন বিরোধী এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে, শিক্ষকতার মায়া ত্যাগের পরিবর্তে সভাপতি পদের মায়া ত্যাগ করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার খোয়াবে একটি ক্লাবের ছেলেদের হাত ধরে বৈতরণী পার হন। কিন্তু একই দলের (সি পি এম) আরও চারজন তাঁর মত প্রধানের খোয়াব দেখতে শুরু করায় তিনি পিছু হটতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত বাড়ী করা নিয়ে একজন প্রধান প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর জুতো দেখাদেখি পর্যন্ত হয়ে যায়। জেলা নেতৃত্বের হস্তক্ষেপ দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামীর মত সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চ পাণ্ডবের পরিবর্তে একই দলের একটি পাণ্ডব লাভ করে। এখানে নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি এবং জনসাধারণের সঙ্গে দুর্ব্যবহারে সি পি এম এর জেলা নেতৃত্ব রীতিমত উদ্বিগ্ন। তাঁরা গ্রামে গ্রামে এখন কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। স্থানীয় নেতৃত্বের মতে জনসাধারণের সাথে বিচ্ছিন্নতা, দুর্নীতি এবং দাম্ভিকতাই ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতা হারানোর মূল কারণ। যথার্থ নিরূপণ! ১৯৭৭ এর বিধানসভা এবং ১৯৭৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যে পালা বদলের পালা শুরু হয়েছিল পনের বছর ধৈর্যচ্যুতির পর সেই পালা আরও একবার সাঙ্গ হল ১৯৯৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে। আজ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থীদের হারিয়ে কংগ্রেসের উত্তম মুখার্জী সভাপতি এবং নুরুল হোদা সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

(জের শেষ পৃষ্ঠায়)

Advertisement

Qualified & experienced teacher coaching effectively Beng., Eng., & Math. (V—VIII), Beng. & Eng. (IX—X) and Commerce (XI—XII) at residence, seeks tuition. Contact. :

Pranashis Banerjee,
B. Com. (Hons.) B. A. (Eng.)
B. Ed.
Raghunathganj Indirapalli

ডাঃ শিশির দাসের মৃত্যুতে শোকসভা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১০ আগষ্ট স্থানীয় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ডাঃ শিশির দাসের অকাল প্রয়াণে একটি শোকসভা হয়। প্রয়াত ডাঃ দাস কয়েক বছর আগে এই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে শহরবাসী তাঁকে আপনার করে নিয়েছিল। বর্ত্তমানে তিনি এখান থেকে চলে গিয়ে কলকাতায় চাকুরীরত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করেন ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন।

জেলা কলেজ ছাত্র কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ : এস এফ আই অনুমোদিত জেলা কলেজ ছাত্র কনভেনশন গত ৭ ও ৮ আগষ্ট স্থানীয় গার্লস স্কুল বিল্ডিং এ অনুষ্ঠিত হল। কনভেনশনে মোট ১৬৫ জন প্রতিনিধি যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ১৯ জন ছাত্রী। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, এস এফ আই এর রাজ্য সম্পাদক সুবীর চৌধুরী, জেলা সভাপতি দিব্যেন্দু সান্যাল এবং রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য তরুণ ব্যানার্জী। বর্ত্তমান ছাত্র রাজনীতি ও কলেজ ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা এবং বর্ত্তমানে দেশের ঘোরালো রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য নিয়ে এই কনভেনশনে আলোচনা হয়। উদ্বোধনী ও অন্যান্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জঙ্গিপুর শাখা।

বহরমপুরে আধুনিক বাস টার্মিনাস

বহরমপুর, ৮ আগষ্ট : বহরমপুর ষ্টেডিয়ামের উত্তর পাশে উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের একটি আধুনিক বাস টার্মিনাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি জানান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং নদীয়া—এই তিন জেলাকে নিয়ে একটি নতুন পরিবহণ নিগম স্থাপন করা হবে। আশা করা যায়, নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠার ফলে এই অবহেলিত জেলাটির যাত্রীপরিবহণ সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান হবে। ঐ দিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার দুই মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া ঘোষ এবং আনিসুর রহমান।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে সদর রাস্তার উপর ব্যবসাপোযোগী একটি পাকা একতলা ফাঁকা বাড়ী বিক্রয়। যোগাযোগ করুন

দত্ত জুয়েলার্স
গৌতম দত্ত
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ফোন নং-৫৮

ট্রাক পাল্‌টি খেয়ে দু'জনের মৃত্যু

আহিরণ : গত ১৪ আগষ্ট ৩৪ নং জাতীয় সড়কে অজগরপাড়া ও মঙ্গলজনের মধ্যে একটি মালবাহী ট্রাক পাল্‌টি খায়। খবর, ভুষি মাল ভর্তি ট্রাকটি শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা যাবার পথে পেছনের চাকা পাংচার হয়ে রাস্তার পাশে ঘটনাস্থলে কাত হয়ে পড়ে। ট্রাকের মাথায় বসে থাকা তিনজন যাত্রী ভয়ে ট্রাক থেকে ঝাঁপ দেন। মাটিতে পড়ে বীরভূমের কুতুবপুরের কচুর পাইকার বারিক সেখ ও জামেরুন সেখ ঘটনাস্থলে মারা যান। আর একজন যাত্রী নবকুমার দাসকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পালা বদলের পালা (৩য় পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি নির্বাচনেও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়। বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচিত হন ২৭-২১ ভোটে এবং সহ-সভাপতি ২৬-২২ ভোটে। সভাপতি একটি ভোট বেশী পান এবং অবশ্যই তা সি পি এমের। কিন্তু কেন? এই বিরোধীতার বীজ বপন করা হয় সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচনের আগের দিন। সি পি এমের একাধিক প্রার্থী প্রধান পদাভিলাষী হওয়ায় সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় সি পি এমের একজন জেলা সংগঠক তাঁদের এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যর (যাঁর হাতে চারজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য যার মধ্যে একজন প্রধান পদাভিলাষী) কাছে গিয়ে তাঁকে সভাপতি পদপ্রার্থী করার টোপ দিয়ে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি এমের কব্জায় রাখতে সমর্থ হয়। কিন্তু সভাপতি নির্বাচনের দিন সি পি এম থেকে অন্য একজন প্রার্থীর নাম ঘোষিত হওয়ায় বিক্ষুব্ধ এই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যার ফলে কংগ্রেস প্রার্থী উত্তম মুখার্জী (সভাপতি) একটি ভোট বেশী পান। সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তখনকার মত সাময়িকভাবে কব্জায় রাখলেও অর্থনৈতিক কারণে এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এখন সম্ভবতঃ সি পি এম এর হাতছাড়া হতে চলেছে। নবনির্বাচিত প্রধান পঞ্চায়েতের দায়িত্ব-ভার বুঝে নিয়ে দেখতে পান নিরানব্বই হাজার টাকার দেনা থেকে গিয়েছে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের। কাগজে-কলমে কিন্তু এই টাকা ড্র হয়েছে, বিল ভাউচার ইত্যাদি সাবমিট করে এ্যাডজাস্টমেন্ট দেখানো হয়েছে, মায় অডিট পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। পাওনাদারদের হাতে নগদ টাকাটাই শুধু পৌঁছায়নি। এখন তাঁরা চেপে ধরেছেন। পোষ্টারে পোষ্টারে ছয়লাপ হয়ে গিয়েছে। বেচারা প্রধান এখন নিজের দলে বাঁচার কোন রাস্তা না পেয়ে কংগ্রেসের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাঁকে প্রায় সর্বক্ষণই দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের শিবিরে। দেখা যাচ্ছে নিত্য অসন্তোষকেও রাতের অন্ধকারে। হাতছাড়া হতে চলেছে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি এমের। এখানে চলেছে পালা বদলের পালার মহড়া। কবে এবং কীভাবে সাঙ্গ হয় তাই দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাগরদীঘির গণদেবতারা।

স্বখাত সলিলে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিরুপায় অবস্থার কথা জানান। তিনি বলেন—সম্পাদক পদত্যাগ করায় ও কমিটি ভেঙ্গে যাওয়ায় এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ছাড়া এ জট কেউ খুলতে পারবেন না। পদত্যাগের পূর্বে কমিটি সদস্যদের তিনি এই অসুবিধার কথা জানিয়ে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সে কথা কেউ শোনেননি। এই অবস্থায় শিক্ষিকারা মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করলে মহকুমা শাসক প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করেন। প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। গত ১৩ আগষ্ট শিক্ষিকারা বেতনের দাবীতে প্রধান শিক্ষিকাকে তাঁর ঘরে ঘেরাও করলে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মহকুমা শাসক ডি আই অব স্কুলস্ এর সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েক দিনের মধ্যে বেতনের প্রতিশ্রুতি দিলে শিক্ষিকারা ঘেরাও তুলে নেন।

পাইপগান সহ একজন গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ১৫ আগষ্ট সমসেরগঞ্জ থানার হীরানন্দপুর গ্রামের ভাদু খাঁনকে পুলিশ একটি পাইপগান সহ গ্রেপ্তার করে। পাইপগানটি বিহার থেকে আনা হয় বলে জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তি (পুকুর বিক্রয়)

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় বিজনবালা দেবীর বাড়ীর দক্ষিণে আমার নামের পুকুরটি আমি বিক্রয় করিব। ৪ শতক পুকুর, দাম আনুমানিক চল্লিশ হাজার টাকা। খোঁজ নিন।

শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
প্রযত্নে বৈদ্যনাথ দত্ত, দরবেশপাড়া
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
(মাটি ফেলিয়া বা ইটের থাম বানাইয়া তাহার উপর বাড়ী হইবে)

জনগণের অর্থ নয়ছয়ের নিদর্শন (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে হাসপাতালটির উদ্বোধন হয়। অবশ্য কোন ডাক্তার এখানে আসেননি। সেই ভাবেই এক বছর এটি চালু থাকে। ফাঁকা মাঠের মাঝে কর্মীরা কোয়ার্টারে থাকাকালীন এখানে দু'বার চুরি হয়। বিদ্যুৎ সরঞ্জাম, টিউবওয়েল, ওষুধপত্রও লুটপাট হয়। এরপর সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্যে কর্মীরা কোয়ার্টার ছেড়ে পালিয়ে শহর থেকে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। সেই সুযোগে সমাজবিরোধীরা কোয়ার্টারের দরজা-জানালা পর্যন্ত খুলে নেয়। বর্ত্তমানে ঘর-বাড়ীর ইট লোহাও লোপাট। এখন নাম কো ওয়াস্তে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি টিকে আছে। রাতের অন্ধকারে পাপচক্রের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে গনকর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

ছাত্র গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা যায়, সুজিত এই কাজ করে বিজেপি সমর্থক ধীরেন ঘোষের উস্কানিতে। আরও জানা যায়, বড়ুয়া এই অঞ্চলের একজন দাগী আসামী।

"ব্যাঙ্কিং বা নন-ব্যাঙ্কিং কোনটাই নয়"

★ *ভাবছেন কি? টি ভি, ভিসিপি খারাপ? কন্‌ট্রাক্ট করুন।*
★ *টাকার দরকার?* ★ *সোনার গহনা*
★ *আসবাবপত্র*
★ *যাতায়াতের সুবিধার্থে সাইকেল / মোটর সাইকেল*
★ *টি ভি—ভি. সি. পি,*
নাকি
ঠাণ্ডার জন্য ফ্রিজ
★ *সব সমস্যার সমাধানে* ★

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩

ঃ হেড অফিস ঃ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।